❑ ৫৪০। গতি-বুদ্ধি-প্রত্যবসানার্থ-শব্দ কর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ। ১।৪।৫২।।

• দী। গত্যাদ্যর্থানাং শব্দকর্মণামকর্মকাণাঞ্চ অণৌ যঃ কর্তা স ণৌ কর্ম স্যাৎ।

শক্রনগময়ৎ স্বর্গং বেদার্থং স্বানবেদয়ৎ।
আশয়চ্চামৃতং দেবান্ বেদমধ্যাপয়দ্বিধিম্।
অসয়ৎ সলিলে পৃথ্বীং যঃ স মে শ্রীহরির্গতিঃ।।

'গতি —' ইত্যাদি কিম্। পাচয়ত্যোদনং দেবদত্তো। 'অণ্যন্তানাং' কিম্? গময়তি দেবদত্তো যজ্ঞদত্তম্। তমপরঃ প্রযুঙ্‌ক্তে — গময়তি দেবদত্তো যজ্ঞদত্তং বিষ্ণুমিত্রঃ।

• **পদটীকা** । **প্রত্যবসান** — ভোজন। **শব্দকর্মক ধাতু** — শব্দময় গ্রন্থাদি যে ধাতুর কর্ম অর্থাৎ কর্মকারক তাহা। **ণি** — ণিচ্; **অণৌ** — অণিজন্ত অবস্থায়।

• **অনুবাদ** — গমনার্থক, জ্ঞানার্থক, ভোজনার্থক, শব্দকর্মক ও অকর্মক ধাতুর ণিজন্ত অবস্থায় উহাদের অণিজন্ত অবস্থার কর্তা কর্ম হয়। উদাহরণ — 'শক্রনগময়ৎ স্বর্গম্' ইত্যাদি।

সূত্রে গতি, বুদ্ধি ইত্যাদ্যর্থক ধাতুর কথা বলা হইয়াছে কেন? কারণ এই সব ধাতুরই 'অণি-কর্তা' কর্ম হয়, অন্য ধাতুর নহে। যথা, পাচয়ত্যোদনং —। অণিজন্ত অবস্থার কর্তা কর্ম হইবে এইরূপ বলা হইল কেন? কারণ ণিজন্ত ধাতুর কর্তা প্রযোজ্য হইলেও কর্ম হইবে না। যথা, 'গময়তি দেবদত্তো —' এই উদাহরণে যজ্ঞদত্তের গমনবিষয়ে 'দেবদত্ত' প্রযোজক; কিন্তু পরবর্তী উদাহরণে দেবদত্তকে প্রযোজনা দিতেছে অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ বিষ্ণুমিত্র। অতএব 'দেবদত্ত' প্রযোজ্য কর্ম হয় নাই।

• **আলোচনা** । আলোচ্য সূত্রটি প্রযোজ্যকর্মবিধায়ক। পাণিনির মতে 'স্বতন্ত্রঃ কর্তা'। যিনি স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীনভাবে কর্ম সম্পাদন করেন, তিনিই কর্তা। 'তৎ-প্রযোজকো হেতুশ্চ।' যিনি 'স্বতন্ত্র' কর্তাকে প্রযোজনা দেন, তিনি **প্রযোজক অথবা হেতুকর্তা**। স্বতন্ত্র কর্তা যখন প্রযোজিত হন, তখন তিনি **প্রযোজ্য কর্তা**। প্রয়োজনার্থে

Scanned by TapScanner

উপসংখ্যানম্ — উপ (সমীপে) সংখ্যানম্ (গণনা)। 'মূলসূত্রস্য সমী
ক্তিরুপসংখ্যানম্।' 'অষ্টাধ্যায়ীর' বৃত্তিকার কাত্যায়নের সূত্রের নাম 'বার্তিক' সূত্র।
ত্রগুলি পাণিনীয় ব্যাকরণের পরিপূরক। পাণিনির সূত্রের দ্বারা যে-সব প্রয়োগ সম
রা যায় না, তাহাদের সমর্থনের জন্যই 'বার্তিক' সূত্রের উদ্ভব। বার্তিক সূত্রের অ
াম 'বক্তব্য' বা 'উপসংখ্যান' সূত্র। 'বক্তব্যং সূত্রমুপসংখ্যানম্।' অর্থাৎ পাণিনীয়
ত্রের সমীপে এই সব সূত্রও বক্তব্য বা গণনীয়। বার্তিক বহু সূত্রের মধ্যে সেইজ
বক্তব্যম্' 'বাচ্যম্', 'উপসংখ্যানম্' এই সব উক্তি দৃষ্ট হয়।

● **অনুবাদ** ।(১) নী ও বহ্ ধাতুর প্রযোজ্য কর্ম হয় না। যথা, 'নায়য়তি' ইত্যাদি।

(২) যদি নিয়ন্তা অর্থাৎ সারথিবাচক কোন শব্দ বহ্ ধাতুর প্রযোজক কর্তা হ
তবে প্রযোজ্য কর্ম নিষিদ্ধ নহে। যথা, 'বাহয়তি—'।

(৩) অদ্ ও খাদ্ ধাতুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর্ম নিষিদ্ধ। যথা, 'আদয়তি—'।

(৪) অহিংসার্থে অর্থাৎ হিংসা না বুঝাইলে 'ভক্ষি' ধাতুর প্রযোজ্য কর্ম হয় না
যথা, ভক্ষয়ত্যন্নং **বটুনা**। অহিংসার্থে বলা হইল কেন? কারণ, হিংসা বুঝাইলে প্রযোজ
র্ম নিষিদ্ধ নহে। যথা, ভক্ষয়তি **বলীবর্দান্ শস্যম্**।

(৫) 'জল্প্' প্রভৃতি কতিপয় ধাতু প্রযোজ্যকর্মবিধায়ক মূল সূত্রে বক্তব্য। অর্থ
এইসব ধাতুরও প্রযোজ্য কর্ম হয়। যথা, 'জল্পয়তি ভাষয়তি' ইত্যাদি।

(৬) প্রযোজ্যকর্মবিধায়ক সূত্রে 'দৃশ্' ধাতুর উল্লেখ কর্তব্য। কারণ ইহারও প্রযো
র্ম হয়। যথা, 'দর্শয়তি হরিং—'। এই বার্তিক সূত্রের জন্য মূলসূত্রে 'বুদ্ধি' শ
সাধারণ জ্ঞান বুঝিতে হইবে, বিশেষ জ্ঞান নহে। অতএব স্মরতি, জিঘ্রতি প্রভৃতি
ক্ষেত্রে প্রযোজ্যকর্ম হইবে না। যথা, 'স্মারয়তি ঘ্রাপয়তি—'।

(৭) 'শব্দায়' ধাতুর প্রযোজ্য কর্ম হয় না। যথা, শব্দায়য়তি — "। 'শব্দায়' ধাতু
অর্থের মধ্যেই উহার কর্ম নিহিত বলিয়া, উহা অকর্মক। অকর্মকত্বহেতু এখানে প্রযো
কর্মের প্রাপ্তি ছিল। আলোচ্য বার্তিকসূত্রে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

উক্ত 'প্রতিষেধ' ও 'প্রতিপ্রসব' সূত্রগুলির উদাহরণের 'ণিজন্ত' ও অণিজন্ত অবস্থ

Scanned by TapScanner

যথা —

অণিজন্ত অবস্থা	ণিজন্ত অবস্থা
(১) ভৃত্যঃ ভারং নয়তি বহতি বা।	(প্রভুঃ) ভৃত্যেন ভারং নায়য়তি বাহয়তি বা।
(২) বাহাঃ রথং বহন্তি।	সূতঃ বাহান্ রথং বাহয়তি।
(৩) বটুঃ অন্নমত্তি খাদতি বা।	(পুণ্যার্থী) বটুনা অন্নম্ আদয়তি খাদয়তি বা।
(৪) বটুঃ অন্নং ভক্ষয়তি।	(গৃহস্থঃ) বটুনা অন্নং ভক্ষয়তি।
(৫) বলীবর্দাঃ শস্যং ভক্ষয়ন্তি।	(শত্রুঃ) বলীবর্দান্ শস্যং ভক্ষয়তি।
(৬) পুত্রঃ ধর্মং জল্পতি ভাষতে বা।	দেবদত্তঃ পুত্রং ধর্মং জল্পয়তি ভাষয়তি বা।
(৭) ভক্তাঃ হরিং পশ্যন্তি।	(পরমহংসঃ) ভক্তান্ হরিং দর্শয়তি।
(৮) দেবদত্তঃ স্মরতি, জিঘ্রতি।	(যজ্ঞদত্তঃ) দেবদত্তেন স্মারয়তি, ঘ্রাপয়তি।
(৯) দেবদত্তঃ শব্দায়তে।	(যজ্ঞদত্তঃ) দেবদত্তেন শব্দায়য়তি।

• **আলোচনা** ।'প্রযোজ্যকর্ম'বিষয়ে পাণিনির মূল সূত্র হইল 'গতিবুদ্ধি' ইত্যাদি।' কিন্তু এই সূত্রের বহুস্থলেই ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। অথচ এই ব্যতিক্রমসমূহের সমর্থক পাণিনির কোন সূত্র নাই। নাই বলিয়াই 'বার্তিক' সূত্রসমূহের উদ্ভব। 'গত্যর্থক' ধাতুর ক্ষেত্রে 'নী' ও 'বহ্' হইল ব্যতিক্রম। 'গমন' বলিতে সঞ্চলন (motion) বুঝায়। গমন ব্যতীত নয়ন বা বহন হয় না। অতএব এই দুইটি ধাতু 'গত্যর্থক'। ইহাদের 'প্রযোজ্যকর্ম' নিষিদ্ধ। এই 'নিষেধ'-সূত্রের আবার 'প্রতিপ্রসব' আছে। 'বহ্' ধাতুর ক্ষেত্রে এই প্রতিপ্রসব দৃষ্ট হয়। সারথিবাচক কোন শব্দ প্রযোজক কর্তা হইলে বহ্ ধাতুর প্রযোজ্যকর্ম হয়।

'বুদ্ধ্যর্থক' ধাতুরও ব্যতিক্রম আছে। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান দ্বিবিধ, সাধারণ ও বিশেষ জ্ঞান। সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই প্রযোজ্য কর্ম হয়। কিন্তু দর্শন-স্পর্শনাদি বিশেষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধু 'দৃশ্' ধাতুরই প্রযোজ্য কর্ম হইবে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা যে জ্ঞান, তাহাই বিশেষ জ্ঞান। 'দৃশেশ্চ' এই বার্তিক সূত্রটি না থাকিলে মূল সূত্রে 'বুদ্ধি' শব্দের দ্বারা সাধারণ ও বিশেষ, উভয়বিধ জ্ঞান বুঝাইত ও সর্ববিধ জ্ঞানের ক্ষেত্রেই

Scanned by TapScanner

প্রযোজ্যকর্ম হইত। কিন্তু যেহেতু দর্শন ব্যতীত অন্য বিশেষজ্ঞানের প্রযোজ্যকর্ম হয় না, তজ্জন্যই 'দৃশেশ্চ' এই সূত্রের প্রয়োজন। এই সূত্রের জন্যই মূল সূত্রে 'বুদ্ধি' শব্দের অ সাধারণ জ্ঞান বুঝিতে হইবে, বিশেষ জ্ঞান নহে। 'সূত্রে' জ্ঞানসামান্যার্থানামেব' ইত্যা দীক্ষিত-বচনের ইহাই সারার্থ। অতএব স্মরণ, আঘ্রাণ প্রভৃতি বিশেষ জ্ঞানের ক্ষে প্রযোজ্য কর্ম হয় না।

'ভোজনার্থক' ধাতুর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইল 'অদ্', 'খাদ্' ও 'ভক্ষ্'। কিন্তু 'ভক্ষ্' ধাতুর প্রতিপ্রসব আছে। হিংসা বুঝাইলে 'ভক্ষ্' ধাতুর প্রযোজ্যকর্ম হয়। যথা, বলীবর্দা শস্যং ভক্ষয়তি। শত্রু হিংসাপূর্বক বলীবর্দ অর্থাৎ বৃষভসমূহকে দিয়া শত্রুর শস্য ভক্ষ করাইতেছে।

অকর্মক ধাতুর ব্যতিক্রম 'শব্দায়' ধাতু। ইহার প্রযোজ্য কর্ম হয় না। 'শব্দায়' ধাতুর অর্থ শব্দ করা (শব্দং করোতি শব্দায়তে)। কিন্তু 'শব্দ'রূপ কর্ম সত্ত্বেও ইহা কিরূপে অকর্মক হইল? তাহারই উত্তরে দীক্ষিত বলেন — 'ধাত্বর্থ-সংগৃহীতকর্মত্বেন' ইত্যাদি।

সংস্কৃত সাহিত্যে চতুর্বিধ অকর্মক ধাতু দৃষ্ট হয়, যথা—

"ধাতোরর্থান্তরে বৃত্তের্ধাত্বর্থেনোপসংগ্রহাৎ।
প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কর্মণোঽকর্মিকা ক্রিয়া।।"

অর্থাৎ— (১) সকর্মক ধাতু কখনও কখনও অর্থান্তরে অকর্মক হয়। যথা, বহ 'বহন করা' অর্থে সকর্মক, কিন্তু 'প্রবাহিত হওয়া' এই অর্থে অকর্মক। 'ভৃত্যঃ ভারং **বহতি**' (সকর্মক)। কিন্তু 'নদী **বহতি** বেগেন' (অকর্মক)।

(২) কর্ম যদি ধাত্বর্থের অন্তর্ভুক্ত হয় অর্থাৎ যদি ধাতুর অর্থের মধ্য দিয়াই কর্মের প্রকাশ হয়, স্বতন্ত্রভাবে নহে, তবে তাহাও অকর্মক। কর্ম যেখানে দ্বিতীয়া-বিভক্তিযুক্ত হইয়া কারকের রূপ প্রাপ্ত হয়, সেখানেই ধাতু সকর্মক। যথা, ভারং **বহতি**। এই বাক্যে 'ভার' শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে কর্মকারকরূপে প্রকাশিত। কিন্তু 'শব্দায়' ধাতুর ক্ষেত্রে 'শব্দ'রূপ যে কর্ম তাহা পৃথক্ প্রকাশিত নহে। 'কর্ম' উক্ত ধাতুর অবয়বীভূত হইয়া স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে। অতএব 'শব্দায়' ধাতু অকর্মক।

Scanned by TapScanner